১৩-০৬-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা- তোমাদের সকলের জীবনের অবলম্বন, তোমাদেরকে যমদূতের দুঃখের পীড়া থেকে মুক্ত করতে এসেছেন। তিনি তোমাদেরকে স্বর্গের উত্তরাধিকার দেন, তিনি সর্বব্যাপী নন"

প্রশ্নঃ- কোন্ যোগ এই রাজযোগের সাথে সর্বদা কম্বাইন্ড থাকে?

উত্তর- প্রজাযোগ এই রাজযোগের সাথে সর্বদা কম্বাইন্ড থাকে। কারণ রাজা-রানীর সাথে প্রজাদেরকেও দরকার। যদি সকলেই রাজা হয়ে যায়, তাহলে কার ওপরে রাজত্ব করবে? সবাই বলে যে আমি মহারাজা-মহারানী হব, আমি রাজযোগ শিখতে এসেছি। কিন্তু রাজা-রানী হওয়ার জন্য তো অনেক সাহস থাকতে হবে। সম্পূর্ণ শক্তি দরকার। বাবার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হলেই রাজত্বে যেতে পারবে।

গীত- প্রীতম আন মিলো ... (হে প্রিয়তম, তুমি এসে মিলিত হও)

ওম্ শান্তি। কে প্রিয়তমকে আহ্বান করে? প্রিয়তমাকে সজনী কিংবা ভক্ত বলা হয়। সে তার সাজনকে, ভগবানকে অথবা বাবাকে আহ্বান করে। এর মধ্যে সর্বব্যাপী তত্ত্বের কোনো স্থান নেই। প্রিয়তমকে আহ্বান করে- তুমি এসে মিলিত হও। জীব আত্মারা নিজের পরমপিতা পরমাত্মাকে আহ্বান করে - হে পরমপিতা পরমাত্মা, তুমি এসো, দয়া করো। স্বর্গে তো এইভাবে ডাকবে না। এটা হল দুঃখধাম, তাই প্রিয়তমকে আহ্বান করে। প্রিয়তম ভগবান হলেন এক। রচয়িতা একজনই। বিশ্বের কিংবা সৃষ্টির চক্রও একটাই। বাচ্চারা জানে যে কলিযুগের পর পুনরায় সত্যযুগ আসবে। সত্যযুগে পুনরায় একটাই আদি সনাতন দেবী দেবতাদের রাজত্ব হবে। এইগুলো তো জ্ঞান, তাই না? তোমরা বাচ্চারা জানো যে প্রিয়তম কিভাবে এসেছেন। শিববাবা তো নিরাকার। তোমরা সবাই হলে নিরাকারী আত্মা। এখানে অভিনয় করতে এসেছ। কিন্তু নিরাকার বাবা কিভাবে এসেছেন? রাজযোগ কে শিখিয়েছেন? কৃষ্ণের পক্ষে তো শেখানো সম্ভব নয়। সে তো সত্যযুগ স্থাপন করে না। তাই তাকে রচয়িতা বলা যাবে না। সকল জীব-আত্মাদের প্রিয়তম, পরমপিতা পরমাত্মা এবং রচয়িতা কেবল নিরাকারকেই বলা যাবে। তিনি বলেন, আমার জন্মকে শিব জয়ন্তী রূপে পালন করা হয়। আমার জন্ম কৃষ্ণের জন্মের মত নয়। কৃষ্ণ কিভাবে মাতৃ-গর্ভ থেকে জন্ম নেয় সেটাও বাচ্চাদেরকে সাক্ষাৎকার করানো হয়েছে। বাবা বলেন, আমার অপর নাম রুদ্র। গীতাতেও আছে- এটা হল রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ অর্থাৎ শিববাবার রচনা করা যজ্ঞ। তাই নিরাকার শিববাবাকে অবশ্যই সাকারে আসতে হবে। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন, গীতার এই দুটো কথার দ্বারাই সর্বব্যাপীর তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হয়। প্রিয়তমকে কৃষ্ণ বলা যাবে না। বলা হয়, ওহ গড ফাদার, হে আমার জীবনের অবলম্বন - কারণ তিনি হলেন সকলের জীবনের অবলম্বন। সকলকে যমদূতের দুঃখের পীড়া থেকে মুক্ত করেন। তাই তাঁকে অবশ্যই আসতে হবে। বাবা বলেন, আমি প্রতি কল্পের সঙ্গমে আসি। এটাই হল সেই কল্যানকারী সঙ্গমযুগ। সত্যযুগের পর আবার দুইকলা কম হয়ে যাবে। কেবল এই সঙ্গমযুগই হল উত্তরণ কলার যুগ। এটা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে। নুতনদের জন্য খুব সহজভাবে বোঝানো হয়। তোমার বাবা হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা শিব। কেবল তাঁকেই স্মরণ কর, ব্যস। এছাড়া সমস্ত গুরু গোসাইয়ের মন্ত্রতন্ত্র হল ভক্তিমার্গ। অর্ধেককল্প ধরে ভক্তিমার্গ চলে। তারপর জ্ঞানের প্রালব্ধও অর্ধেক কল্প ধরে চলে। ওখানে জ্ঞান থাকবে না। দুর্গতি থেকে সদগতিতে নিয়ে যাওয়ার

জন্যই জ্ঞান দেওয়া হয়। গুরুর কাজ হল শিষ্য কিংবা অনুগামীদের গতি-সদগতি করা। কিন্তু তারা তো জানেই না যে গতি-সদগতি আসলে কি। গায়ন করে- রাম হল সকলের সদগতি দাতা। পতিত-পাবন সকল সীতাদের রাম। বাচ্চারা জানে যে সত্যযুগে একটাই ধর্ম ছিল, সূর্যবংশীদের রাজত্ব চলত। তারপর রামরাজ্য অর্থাৎ ত্রেতাযুগে দুইকলা কম হয়ে যায়। ওখানে রাবণ থাকবে না। কোনো রকম উপদ্রব হওয়ার প্রশ্নই নেই। এখন গোটা দুনিয়াটাই হল লঙ্কাপুরী, রাবণ-রাজ্য। এই সময়ে সকল মানুষই বাঁদরের থেকেও অধম। কারণ সকলের মধ্যেই ৫ বিকার রয়েছে। মানুষের মধ্যে কত ক্রোধ রয়েছে। একে অপরকে কেমন ভাবে মেরে ফেলছে। মরার এবং মারার প্রস্তুতি করছে। তোমরা সবাই বিকারী ছিলে। এখন বাবা এসে রাবণের ওপর বিজয়ী বানাচ্ছেন। শাস্ত্রতে কেমন সব কথা লিখে দিয়েছে। এটা কি আদৌ সম্ভব যে লেজে আগুন লেগে গোটা লঙ্কাপুরী পুড়ে গেল। বাস্তবে লঙ্কাপুরী হল এই গোটা দুনিয়া। তোমরা ব্রাহ্মণকুল ভূষণ বাচ্চারাও আগে পতিত ছিলে। এখন তোমরা মায়ারূপী রাবণের ওপরে বিজয়ী হচ্ছ। বাবা এসে বুদ্ধির তালা খুলেছেন। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি তো বাবা, তাই না? মানুষ তো কত রকম কথা শুনিয়ে মাথাটাই খারাপ করে দেয়। বাবা বলেন, তা সত্ত্বেও এইসব অবশ্যই হবে। আগে সর্বব্যাপীর জ্ঞান প্রচলিত ছিল না। বলা হত, পরমাত্মা হলেন অন্তহীন। অন্তহীন বলার পরে তাঁকে সর্বব্যাপী বলে দেওয়া কত বড় ভুল। নিজেকেই শিব বলে দেয়। কখনো নিজেকে শিব বলে দেয়, আবার কখনো নিজেকে ব্রহ্ম বলে দেয়। এই সবকিছুই ভুল। ব্রহ্ম তো থাকার জায়গা। শিববাবা ব্রহ্মতত্বতে নিবাস করেন। তাই তাকে ব্রহ্মান্ড বলা হয়। আমরা আত্মারাও হলাম ঐখানের নিবাসী। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ শিবকে নাম-রূপের ঊর্ধ্বে বলে দেয়। এইগুলো সব বোঝার বিষয়। যদি কেউ এক সপ্তাহ রেগুলার বোঝে, তাহলেই তার ঝুলি জ্ঞানের দ্বারা রঞ্জিত হবে। বোঝাতে হবে যে, যিনি এই ভারতকে জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন, তিনি তোমার বেহদের বাবা হন। বাকি সবাই মুক্তির উত্তরাধিকার পায়। বাবা বাচ্চাদের বলছেন, এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে। তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এতটা সময় ধরে অভিনয় করেছ, এবার পুনরায় ফিরে যেতে হবে। বাবা তো এসে আমাদের জন্য রাজধানী স্থাপন করেন, তাহলে নিশ্চয়ই সেটা সঙ্গমযুগেই স্থাপিত হবে। তাহলে তো সত্যযুগে তোমরা উত্তরাধিকার পাবে। তোমাদের কত শ্রেষ্ঠ কর্ম শেখানো হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণ এমন কি করেছিল যে তারা এত শ্রেষ্ঠ জীবন পেল? তোমরা এখন জেনেছ যে বাবা রাজযোগ শেখান। সত্যযুগে তো শেখাবেন না। ওখানে তো কেবল লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব থাকবে। এটা হল কল্যাণকারী সঙ্গমযুগ, এই সময়ে ভালোভাবে পুরুষার্থ করতে হবে। বাবা বলছেন, এই দেহের ভান ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ কর। তোমরা ধাক্কা খেতে খেতে ক্লান্ত হয়ে গেছ। ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরাই ত্রিকালদর্শী হয়। বাবা-ই এইরকম বানান।

তোমরাই স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাও। বিষ্ণু মোটেও ত্রিকালদর্শী ছিল না। দুনিয়ার মানুষ তো বিষ্ণুকে অলংকার দিয়ে দিয়েছে। বাস্তবে তোমরা ব্রাহ্মণরাই ত্রিকালদর্শী হও। বর্ণের ব্যাপারেও বোঝানো হয়েছে। ব্রাহ্মণ হল সর্বোত্তম বর্ণ। ভারতবাসীরা ছবি বানায়, কিন্তু তাতে টিকি দেয় না। ব্রাহ্মণ বর্ণটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো আছে, তাই না? তাই ব্রাহ্মণদের বংশ সবার আগে থাকা উচিত। এখন তো সকলেই শুদ্র। তোমরা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ হয়েছ।

গীতাতেও শুনেছ- প্রীতম আন মিলো... (হে প্রিয়তম, তুমি এসে মিলিত হও)। এটা সর্বব্যাপীর প্রসঙ্গ নয়। তোমরা, সকল প্রিয়তমা, এখন প্রিয়তমর সামনে বসে আছ। প্রিয়তম স্বর্গের উত্তরাধিকার দিচ্ছেন। তিনি কতই না সুন্দর। কথিত আছে, কৃষ্ণ তার পাটরানী বানানোর জন্য ভাগিয়ে নিয়ে গেছিল। কিন্তু পাটরানী আসলে কি, সেটাই বোঝে না। তোমরা এখন জেনেছ এবং স্বর্গের মহারাজা-

মহারানী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। এটা হল রাজযোগ। এর সাথেই প্রজাযোগ কম্বাইন্ড আছে। শুধু কি রাজা-রানী হবে? সবাই বলে যে মহারাজা-মহারানী হব। আমরা রাজযোগ শিখতেই এসেছি, কিন্তু সবাই তো আর মহারাজা-মহারানী হবে না। তার জন্য সাহস চাই। সম্পূর্ণ শক্তি থাকতে হবে। ভক্তিমার্গে প্রচুর ভক্তি করলে তবে সাক্ষাৎকার হয়। শিবের কাছে নিজেকে বলি দেয়। বাস্তবে নিজেকে বলি দেওয়াটা হল এইখানের-ই প্রথা। এটাও বোঝানো হয়েছে যে গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, বেদ ইত্যাদি সত্য এবং ত্রেতাযুগে থাকবে না। এমন নয় যে এইসব পরম্পরা ধরে চলে আসছে। এইগুলোর প্রচলন তো দ্বাপরযুগে হয়েছে। পুনরায় দ্বাপরযুগেই হবে। মুসলমানেরা এসে রাজ্য করেছে, মুহম্মদ গজনবী লুঠ করেছে - এইসব ব্যাপার তোমরা জেনেছ। আমরাই পূজনীয় থেকে পূজারী হয়ে নিজের মন্দির বানিয়েছি। আমাদের কাছে কতই না সম্পত্তি থাকবে! পাঁচ হাজার বছরের ব্যাপার। তার ওপর আদিকালে। এরপর ভক্তিমার্গেও তোমাদের কাছে কতই না ধন-সম্পত্তি থাকে। যারা হীরে-মানিক দিয়ে মন্দির বানিয়েছে, তাদের নিজেদের মহল কেমন হবে! ওদের নাম কত সুপ্রসিদ্ধ। দেখেছ, লক্ষ্মী-নারায়ণ কত সুসজ্জিত! এখন তো বেচারাদের কাছে কোনো পয়সা নেই। আগে লক্ষ্মী-নারায়ণের জন্য সবকিছু হীরা দিয়ে বানাত। পরে সেইসব লুঠ করে নিয়ে গেছে। ওখানে তো ইঁটও সোনার হয়। সেইসব দিয়ে তোমরা মহল বানাও। তখন তোমরা বোধবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। এখন তো নির্বোধ হয়ে গেছ। তারজন্যেই কাঙাল হয়ে গেছ। শিববাবার ওপরে এবং দেবতাদের ওপরে অনেক কলঙ্ক লাগিয়েছে। তাই বাবা বলেন, "যদা যদাহি ..." । এর মধ্যে প্রবেশ করেই তো ব্রাহ্মণদের রচনা করব। ভারতেই এসে ব্রহ্মা মুখের দ্বারা ব্রাহ্মণদের রচনা করি। আমি কি আর বিলেতে যাব? যে নম্বর ওয়ান পাবন এবং পূজনীয় ছিল, কিন্তু এখন পূজারী হয়ে গেছে, তারই পতিত শরীরে আমি আসি। কেবল ত্রিমূর্তি বলা হয়, শিবকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বললে তো কোনো অর্থ বোঝায় না। বাবা বলেন, প্রতি কল্পের সঙ্গমে এই শরীরে এসেই তোমাদের মত ব্রাহ্মণদের রচনা করি। তোমাদের মত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীদের কাছে এটা হল সর্বোত্তম যুগ। তোমরা এখন ঈশ্বরের কোলে আছ। ঈশ্বর অর্থাৎ বাবার কাছ থেকে অসীম উত্তরাধিকার নিচ্ছ। তোমরা জানো যে তাঁকেই স্মরণ করতে করতে তাঁর কাছে পৌঁছে যাব। কথিত আছে, অন্তিমকালে যে স্ত্রীর কথা স্মরণ করে...। যেমন কথা স্মরণ করে, সেইরকম জন্ম পায়। এটা হল অন্তিমকালের সময়। তোমাদেরকে এখন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। এখন আমাকে অর্থাৎ বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। দেহী-অভিমানী হও, অশরীরী হও। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ কর। নিষ্ঠা সহকারে কেবল এক জায়গায় বসে থাকলে হবে না। সন্তান তো চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে বাবাকে স্মরণ করে।

বেহদের বাবা বলছেন, অন্য সবকিছু থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে কেবল আমাকেই স্মরণ কর। এর জন্য পরিশ্রম করতে হবে। ৮৪ জন্ম নিয়েছ, এখন এটা হল অন্তিম জন্ম। তোমরা বাবার বাচ্চা হয়েছ বলে বাবা কত মিষ্টি-মিষ্টি নাম দিয়েছেন। বাবা সন্দেশী (বার্তাবাহক)-দের দ্বারা নাম পাঠান। ওখানে খুব ভালো ভালো নাম হয়। কিন্তু সেই নামটাই দেওয়া হবে যেটা আগের কল্পে দেওয়া হয়েছিল। 'সর্বব্যাপী'-কথার অর্থ ভালোভাবে বুঝতে হবে। সমস্ত ভক্তকেই যদি ভগবান বলে মনে করি, তাহলে প্রাপ্তি কি হবে? কিছুই নয়। এখন তোমরা ঈশ্বরের কোলে আছ। এই ঈশ্বরীয় ক্রোড়ের দ্বারাই তোমরা ব্রাহ্মণ হও। শুদ্রবর্ণ এখন সমাপ্ত হয়েছে। এইসকল বর্ণ কেবল তোমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের জন্যেই। তোমরা জানো যে আমরা শুদ্র বর্ণ থেকে ট্রান্সফার হয়ে ব্রাহ্মণ ধর্মে এসেছি। সে-ই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হবে, যে আগের কল্পে হয়েছিল। বৃক্ষ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। বাবা বাচ্চাদেরকে কত ভালো ভালো কথা শোনান। কিন্তু মায়ার তুফান লাগার ফলে ভালো ভালো

বাচ্চারাও পড়ে যায়। এটা তো যুদ্ধ, তাই না? তোমরা সর্বশক্তিমানের সন্তান হতে পার, কিন্তু মায়াও কম নয়। অর্ধেক কল্প হল রাবণের রাজত্ব। এই সময়ে মায়াও খুব জোরে আঘাত করবে। একেই তুফান বলা হয়। হনুমানের উদাহরণ দেখানো হয়। যতই মায়াবী তুফান আসুক না কেন, তোমাদেরকে অটল থাকতে হবে। সর্বদা হাসিখুশি থাকতে হবে। যত শক্তিশালী হবে, মায়া তত জোরে আঘাত করবে। যোগ্য নাকি অযোগ্য সেটা যাচাই করবে। কোনো বাচ্চা বলে- বাবা, আমি তো মুখ পুড়িয়ে দিয়েছি। যদি মুখ পুড়িয়ে দাও, তাহলে বুদ্ধিতে তালা লেগে যাবে। ধারণা হবে না, কারণ বাবার নামে কলঙ্ক লাগিয়েছ। লৌকিক বাবাও বলে যে তুমি হলে বংশের কলঙ্ক। বাবা বোঝাচ্ছেন, কখনো বংশের কলঙ্ক হয়েও না। বাবা পরমধাম থেকে তোমাদেরকে পড়ানোর জন্য এসেছেন। ভগবান উবাচ হল- আমি রাজাদের রাজা বানানোর জন্য এসেছি। রাজত্বের স্থাপন অবশ্যই হবে। এখন তোমরা যতজন ব্রাহ্মণ হয়েছ, ততজন-ই আগে হয়েছিলে এবং ভবিষ্যতেও হতে থাকবে। বাচ্চাদেরকে মনে রাখতে হবে যে সেই পারলৌকিক পিতার কোনো বাবা নেই। তিনি স্বয়ং সুপ্রীম নলেজফুল, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, চৈতন্য, পতিত-পাবন, দয়াময়, নলেজফুল এবং ব্লিশফুল। তাঁর ওপর কেউ ব্লিশ করে না। তিনি নিজেই বাবা, শিক্ষক এবং সদগুরু। বেহদের বাবার ঘরে তোমরা সম্মুখে বসে আছ। এরা সবাই হল ঈশ্বরীয় অতিথি। ক্রমশ বৃদ্ধি হতে থাকবে। ৮৪ চক্রটাও বুদ্ধিতে রয়েছে। আমরাই এত জন্ম দেবতা ছিলাম, আমরাই এত জন্ম ক্ষত্রিয় ছিলাম...। এরপর আমরা পুনরায় দেবতা হব। মায়া দুঃখধামের রচনা করে। কত সহজ জ্ঞান। অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। এই সময়ের পুরুষার্থটাই তোমাদের জন্য প্রত্যেক কল্পের পুরুষার্থ হয়ে যাবে। বলবে যে, আমরা প্রতি কল্পেই এইরকম পুরুষার্থ করে এসেছি। মাম্মা-বাবাও পুরুষার্থ করেন। এরপর এরাই পূজনীয় দেবী-দেবতা অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণ হবে। শ্রীমৎ অনুসারে চলে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে যাই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই অন্তিমকালে কেবল বাবাকেই স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে। অশরীরী হতে হবে।

২) কখনো বংশের কলঙ্ক হয়ো না। মায়াবী তুফান আসলে টলে যেও না। সর্বদা হাসিখুশি থাকতে হবে।

বরদান:- কম্বাইন্ড রূপধারী হয়ে সেবাতে খুদা-ই জাদুর (ঈশ্বরীয় জাদু) অনুভব করতে সক্ষম খুদাই খিদমৎগার (ঈশ্বরের সহায়ক) হও

নিজেকে কেবল সেবাধারী নয়, ঈশ্বরীয় সেবাধারী মনে করে সেবা কর। এই স্মৃতির দ্বারা স্মরণ এবং সেবা স্বাভাবিক ভাবেই কম্বাইন্ড হয়ে যাবে। যখন খুদাকে খিদমত (সহায়তা) করতে না দাও তখন একলা হয়ে যাওয়ার জন্য সফলতার লক্ষ্য অনেক দূরে বলে মনে হয়। তাই কেবল খিদমতগার (সহায়ক) নয়, আমি হলাম খুদাই খিদমতগার (ঈশ্বরীয় সহায়ক)- এই নাম সর্বদা স্মরণে থাকলে, সেবা স্বাভাবিক ভাবেই ঈশ্বরীয় জাদুতে পূর্ণ হয়ে যাবে এবং অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যাবে।

স্লোগান:- যদি কর্মযোগী হতে চাও, তাহলে কমল আসনধারী (অলিপ্ত অথচ প্রিয়) হও।